শেষ চিঠি

অভিজিৎ চৌধুরী

১

আবার আমি পুনরায় বিপদের পথে রওনা হইতেছি।

এটুকু লিখে সুভাষ বার্লিনের আকাশের দিকে তাকালেন। একই আকাশ, শুধু তফাত বার্লিন স্বাধীন আকাশের অধিকারী আর ভারতবর্ষের আকাশ আজও পরাধীন।

হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবেনই। ওঁকে বোঝানোর সাধ্য কারোর নেই। কিছু সৈন্য বার্লিনে পেয়েছেন। ভারতীয় বন্দি সেনাবাহিনী যাঁরা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে লড়েছিল।

মনে পড়ছে এলগিন রোডের বাড়িটা। সেই টানা বারান্দা। বাবার উপহার দেওয়া সোনার হাতঘড়িটা কাবুলে খোয়াতে হয়েছে।

অনিতার জন্ম হয়েছে। সে এখনও শিশুকন্যা। এমিলিয়েকে বার্লিনে রেখে চলে যেতে হবে। বাববার বলেছিলেন সুভাষ, আমার একমাত্র প্রেম, একমাত্র স্বপ্ন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সেখানে তুমি, আমাদের শিশুকন্যা গৌণ। আমার সঙ্গে থাকলে নতুন নতুন বিপদ। তোমার মনে হচ্ছে এবার বুঝি আমি ঘরের পথে রওনা হলাম। ভারতবর্ষে গিয়ে আমি কি তোমাকে ভুলে যাব, ভুলে যাব অনিতাকে!

না এমিলিয়ে তা নয়। আবার যে খুব মনে রাখতে পারব এমন কথাও দিতে পারছি না। নিশ্চয় বলব না, ওসব আমার অতীত। কিন্তু হয়তো তোমাকে আমার স্মৃতিকে অতীত ভাবতে হবে। না হলে তোমার আর অনিতার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে।

পরের লাইনে সুভাষ লিখলেন, হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না।

লিখে লাইনটা কাটলেন। আবার লিখলেন। সচরাচর এরকম তিনি করেন না। এ-কি তাঁর শেষ চিঠি! এরকমটা ভাববেন কেন সুভাষচন্দ্র বোস।

যে নামটার স্বপ্নে বেঁচে রয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। হরিপুরায় কংগ্রেসের নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতি হলেন। খুব জ্বর সেদিন তাঁর, উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। স্ট্রেচারে করে যেতে হয়েছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে বিমর্ষ দেখাল। আশীর্বাদ নিতে গেলে, তিনি বললেন সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়।

বাপুজিকে শ্রদ্ধা করেন সুভাষ। ওরকম মাস লিডার ভারতবর্ষে আর নেই কিন্তু সেই অহিংস পথে স্বাধীনতা আসা এক বাস্তবতা বিবর্জিত নিরর্থক স্বপ্ন।

সুভাষ সেদিনই ঠিক করেছিলেন, আর নয়।

সুভাষ লিখলেন মেজদাকে যদি পথের মাঝে কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, আর আমি কোনো সংবাদ দিতে পারিব না।

মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। মা প্রায় ভাবতেন, তাঁর ছেলে বুঝি সন্ন্যাসীর বেশে দূর দূরান্তরে ঘুরে বেড়াবে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন। চিকাগো ধর্ম মহাসভায় এক নতুন ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ আলিপুর বোমার মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর চলে গেলেন এক নতুন সাধন পথে। সি আর দাশ তাঁর আরেক গুরু। রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। বাসন্তীদেবীর স্নেহ সে ও কি ভোলার!

বিবেকানন্দের ছবিটা বের করলেন সুভাষ। মা তাঁর গুরুদেবের ছবিটাও সঙ্গে দিয়েছেন। তাঁকেও প্রণাম করলেন সুভাষ। মনে হল, মা হাসছেন। তাঁর তৃপ্তির হাসিটুকু বহুদূর থেকে টের পেলেন সুভাষ।

আবিদ এসেছে।

সুভাষ ডাকলেন আবিদকে, আবিদ, বাত কেয়া!

সব কুছ সহি হ্যায়।

আবিদ খুব পজিটিভ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আবিদের কাছে নেতাজি থাকলে পেয়ালা থেকে চায়ে চুমুক দেওয়ার মতন।

সাবমেরিনটা দেখলে!

জি নেতাজি।

তাহলে আর আমি ইহজীবনে আর সংবাদ দিতে পারিব না।

এমিলিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

ডিয়ার হোয়াট ইউ আর রাইটিং!

লেটার ট্যু মাই এল্ডার ব্রাদার।

এমিলিয়ে বললেন, নাইস! উইল ইউ মিট দেম!

সুভাষ হেসে বললেন, হাউ!

তারপর বাংলায় বললেন, যদি দেশে কখনও ফিরে যাই তোমাদের ছাড়া কেন যাব!

এমিলিয়ে বুঝতে পারলেন, চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

ডিয়ার, আই নো।

১৯৩৪ সালে জুন মাসে অস্ট্রিয়ান দুহিতা এমিলিয়ে শেঙ্কলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দু-বছর প্রতিদিনই প্রায় তাঁদের দেখা হত। কখন যে ভালোবাসা এসে খড়কুটোর মতো নিজের যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছে টের পেতে পেতে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন দুজনে।

ভিয়েনা থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি এমিলিয়েকে বললেন, ডিয়ার, there is no worldly success in this love.

এমিলিয়ে হেসে বলেছিলেন, হোয়াই ডিয়ার!

সুভাষ বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কী আছে জানি না। হয়তো আমার জীবনটা জেলেই কেটে যাবে। অথবা আমাকে গুলি করা হবে বা ফাঁসি দেওয়া হবে।

এমিলিয়ে বলেছিলেন, ইউ উইল বি এভার এলাইভ ইন মাই মেমোরিজ ফর এভার।

সুভাষ হেসে বলেছিলেন, আমাদের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, আচার ব্যবহার, জলবায়ু সব যে আলাদা।

এমিলিয়ে বলেছিলেন, আই উইল ফরগেট অল ডিফারেন্সেস।

সুভাষ হেসে বলেছিলেন, আমিও ভুলে গেলাম। তুমি কখনও আয়ারল্যান্ডে গেছ!